সমকাল

তারিখ ... 17 MAY 2016 ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ... ...

শিক্ষক লাঞ্ছনার ঘটনায় তদন্তের পর ব্যবস্থা

——————শিক্ষামন্ত্রী

■ সমকাল প্রতিবেদক

নারায়ণগঞ্জে এক শিক্ষককে পেটানোর পর একজন সংসদ সদস্যের উপস্থিতিতে কান ধরে ওঠবস করানোর ঘটনায় নিন্দা জানিয়ে তদন্ত করে ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ।

নারায়ণগঞ্জে শিক্ষক লাঞ্ছনা এবং প্রেমের প্রস্তাব দেওয়াকে কেন্দ্র করে রাজধানীর মিরপুরে ঢাকা কমার্স কলেজের দুই শিক্ষার্থীকে বহিষ্কার ও ৯ জনের ভর্তি বাতিলের বিষয়ে গতকাল সোমবার শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন শিক্ষামন্ত্রী। এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, 'নারায়ণগঞ্জের ঘটনাটার খবর নিয়েছি, এটা খুবই দুঃখজনক। ■ পৃষ্ঠা ১৪ : কলাম ১

শিক্ষক লাঞ্ছনার ঘটনায়

[১৯ পৃষ্ঠার পর]

এ বিষয়ে আরও তথ্য নেব। প্রয়োজনে আরও তদন্ত করে এ বিষয়ে যা যা করণীয় সম্ভব সেটা করব।' ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত দেওয়ার অভিযোগে গত শুক্রবার নারায়ণগঞ্জের বন্দরে পিয়ার সাত্তার লতিফ উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্যামল কান্তি ভক্তকে পিটিয়ে জখম করে স্থানীয় জনতা। একপর্যায়ে স্থানীয় সংসদ সদস্য একেএম সেলিম ওসমান ওই শিক্ষককে কান ধরে ওঠবস করতে বাধ্য করেন।

শ্যামল কান্তি ভক্তের অভিযোগ, বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটির সদস্যদের 'অনৈতিক অবদার' না রাখায় ষড়যন্ত্রমূলকভাবে স্থানীয় মসজিদের মাইকে ধর্মীয় অবমাননার কথা বলে এলাকাবাসীকে জড়ো করে তার ওপর হামলা চালানো হয়।

শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ বলেন, 'যদি তিনি (শিক্ষক) কোনো অপরাধ বা ভুল করে থাকেন, তাহলে নিয়ম-কানুন আছে, রীতি-রেওয়াজ আছে। এটাকে (কান ধরে ওঠবস) গ্রহণযোগ্য মনে করি না। এটার জন্য আমরা বিব্রত। আমরা এ ধরনের ঘটনার নিন্দা জানাচ্ছি। একজন শিক্ষককে এ পরিস্থিতির মুখোমুখি করা কিংবা তার প্রতি এ ধরনের আচরণ করা কখনই কাম্য হতে পারে না।'

এ ব্যাপারে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের (মাউশি) মহাপরিচালক অধ্যাপক ফাহিমা খাতুন গতকাল দুপুরে বলেন, তিনি শিক্ষামন্ত্রীর নির্দেশ পেয়েছেন। এ বিষয়ে তদন্ত করে প্রতিবেদন দিতে নারায়ণগঞ্জ জেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তাকে বলা হয়েছে। মহাপরিচালকও ওই ঘটনায় ক্ষোভ প্রকাশ করেন।

বন্দর উপজেলার কলাগাছিয়া ইউনিয়নের কল্যান্দী গ্রামে শিক্ষক লাঞ্ছনার এ ঘটনা তদন্তে এরই মধ্যে একটি কমিটি করেছে স্থানীয় উপজেলা প্রশাসন। তবে শিক্ষক শ্যামল কান্তি ভক্তের বিরুদ্ধে কোনো আনুষ্ঠানিক অভিযোগ আনা হয়নি।

ঢাকা কমার্স কলেজ প্রসঙ্গ : প্রেম প্রস্তাবকে 'স্মরণীয়' করে রাখার জন্য বিশেষ আয়োজন করে ভিডিও ছাড়ায় ঢাকা কমার্স কলেজের ১১ শিক্ষার্থী বহিষ্কারের ঘটনার বিষয়ে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ বলেন, এ ঘটনা খতিয়ে দেখা হবে। খোঁজ নেওয়া হবে। তিনি বলেন, কমার্স কলেজে দায়িত্বশীল অধ্যক্ষ আছেন, ম্যানেজিং কমিটি আছেন, অধ্যাপকরা আছেন। এটা ভালো কলেজ, বড় কলেজ। সেখানে এ ধরনের একটি ঘটনা ঘটেছে। এর ভেতরের রহস্য কী, সবটা তো আমি এখনও জানি না। এটি জানার জন্য খোঁজ-খবর করতে কর্মকর্তাদের বলেছি।

এক ছাত্রীকে এক ছাত্রের পক্ষ থেকে প্রেমের প্রস্তাব দেওয়া এবং কয়েকজন সহপাঠী তাদের সহযোগিতা করায় 'শৃঙ্খলা ভঙ্গের দায়ে' গত বৃহস্পতিবার ঢাকা কমার্স কলেজের একাদশ শ্রেণীর দুই শিক্ষার্থীকে বহিষ্কার এবং ৯ শিক্ষার্থীর ভর্তি বাতিল করে কলেজ কর্তৃপক্ষ।

বরিশাল বোর্ড প্রসঙ্গ : এর আগে সচিবালয়ে আরেক প্রশ্নের জবাবে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, এবারের এসএসসি পরীক্ষায় বরিশাল শিক্ষা বোর্ডে হিন্দুধর্ম বিষয়ে যে ভুল হয়েছিল, সে বিষয়ে তদন্ত হচ্ছে। এর ভিত্তিতে দায়ী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এবার এসএসসি পরীক্ষায় বরিশাল শিক্ষা বোর্ডে উত্তরপত্র মূল্যায়নে ভুল হওয়ায় অনেকে প্রথমে এ বিষয়ে অকৃতকার্য হয় কিংবা জিপিএ কম পায়। পরে তা সংশোধন করা হয়। এতে অনেকে নতুন করে কৃতকার্য হয় ও জিপিএ-৫ পায়।